

গুরুদেবের সাথে চন্নিময় জগতে এই সম্পর্ক প্রাণের চয়েও বেশি গুরুত্বপূর্ণ

জড়জগতে প্রত্যেকেকে গুরুদেবের উপদেশে এবং গুরুদেবের সঙ্গে প্রীতি সম্পর্ক চলা উচিত, এমনকি চন্নিময় জগতেও এবং জড়জগতে গুরুদেবের সাথে বৈদিকি বধিবিৎ প্রীতি সম্পর্ক রাখতে হয় এবং গুরুদেবের সাথে চন্নিময় জগতে এই সম্পর্ক প্রাণের চয়েও বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয় কারণ এটি হলো নতিয় সম্পর্ক।"

গুরু যনে শিষ্যের মনের আত্মঅহংকার বুজে বুজে, শিষ্যের সামাজিক প্রতিষ্টিতার দিকে দেখে বুজে বুজে, মনের স্পর্শকাতরতার দিক দেখে-দেখে, লক্ষ ভুল থাকলেও ভুল ধরালে শিষ্যের মনে খারাপ লাগবে-তাই ভুল দেখেও গুরুর নজিরে প্রজ্ঞাদৃষ্টি কোনে কোনো ভুল ধরানো যাবে না এবং যদি গুরু ভুল ধরাতো চান তাহলে গুরুকে তাই স্থান-কাল-পাত্র দেখে খুব বুজে শুনবে গুরুকে ভুল ধরাতো হবে -এই রকম বুজে বুজে গুরুদেবকে চলে এবং শিষ্যের মনের মতন করে শিক্ষাদান করতে হবে - গুরু যনে কখনোই নজিরে কল্যান মনোভাবে জ্ঞান ও দৃষ্টি দ্বারা যটো ভালো বুঝবনে সেই ভাবে যনে উপদেশ না দেন --- এই রকম মনোভাব রাখা ...এতো ঘোরতর শাস্ত্রবিরুদ্ধ আসুরিক মনোভাব।

এই রকম ঘোরতর শাস্ত্রবিরুদ্ধ আসুরিক মনোভাব নিয়ে কউে কপি পরম জ্ঞানের স্থিতি কোনো যুগে বা কোনো কল্পে কউে পয়েছে ????

"জাঁক-জমকে করলে পূজা,
অহংকার হয় মনে মনে |
তুমি লুকিয়ে তাঁরে করবে
পূজা, জানবে না রে
জগজ্জনে |
ধাতু-পাষণ মাটির
মূর্তি, কাজ করে তোর সে
গঠনে?
তুমি মনোময় প্রতিমা
করি, বসাও হৃদপিদ্মাসনে